THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Umar Ibn Al-Khattab
His Life and Times -এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

ইংরেজি অনুবাদ | **নাসিরুদ্দীন আল-খাত্তাব**

বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

উত্তরা বিক্রয়কেন্দ্র : বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : ২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ / ০৭ ডিসেম্বর ২০১৮
অনুবাদ সহযোগী : মাওলানা আহসান ইলিয়াস, আব্দুল্লাহ মুআয
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : উমেদ; +৮৮০১৯১২০৮১৬৯৯

ISBN : 978-984-92291-8-5

মূল্য ■ ৳ ৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র)
USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com
www.wafilife.com

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

গভর্নরদের পরিচালনায় উমর রা.-এর কর্মপদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ
১.১। মক্কা ১৪
১.২। মদীনা ১৬
১.৩। তায়েফ ১৭
১.৪। ইয়ামান ১৮
১.৫। বাহরাইন ২০
১.৬। মিসর ২৩
১.৭। শাম ও তার রাজ্যসমূহ ২৫
১.৮। ইরাক ও পারস্যের রাজ্যসমূহ ২৯
১.৮.১। বসরা ৩১
১.৮.২। কুফা ৩৪
১.৮.৩। মাদাইন ৩৮
১.৮.৪। আজারবাইযান ৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগপদ্ধতি ৪২
২.১। প্রাদেশিক গভর্নর নির্বাচনে উমর রা.-এর মানদণ্ড ৪৩
২.১.১। শক্তি-সামর্থ্য এবং আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা ৪৩
২.১.২। নিয়োগদানের ক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব ৪৪
২.১.৩। জ্ঞানবত্তা ও অভিজ্ঞতা ৪৪
২.১.৪। গ্রাম্য ও শহুরে ৪৫
২.১.৫। জনগণের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ ৪৬
২.১.৬। নিকট-আত্মীয়দের কোনো দায়িত্ব না দেওয়া ৪৭
২.১.৭। দায়িত্ব কামনাকারীকে দায়িত্ব না দেওয়া ৪৮
২.১.৮। গভর্নরদের প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা ৪৮
২.১.৯। কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পদের হিসাব গ্রহণ ৪৯

২.১.১০। কর্মকর্তা নিয়োগের সময় কিছু শর্ত পালন ৪৯
২.১.১১। গভর্নর নির্বাচন ও নিয়োগদানের জন্য পরামর্শ ৫০
২.১.১২। গভর্নর নিযুক্তির পূর্বে তাদের পরীক্ষা ৫১
২.১.১৩। স্থানীয় লোকদের গভর্নর নিযুক্ত করা ৫২
২.১.১৪। খেলাফতের নিয়োগপত্র ৫৩
২.১.১৫। খ্রিস্টানদের সহযোগিতা গ্রহণ না করা ৫৪
২.২। প্রাদেশিক গভর্নরদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ৫৫
২.২.১। দুনিয়াবিমুখতা ৫৫
২.২.২। বিনয় ৫৬
২.২.৩। খোদাভীরুতা ৫৮
২.২.৪। সাবেক গভর্নরদের সম্মান ৫৮
২.৩। গভর্নরদের অধিকার ৫৯
২.৩.১। গোনাহমুক্ত কাজে গভর্নরদের আনুগত্য ৬০
২.৩.২। গভর্নরদের জন্য কল্যাণকামনা ৬১
২.৩.৩। গভর্নরদের নিকট সত্য সংবাদ পৌঁছানো ৬১
২.৩.৪। গভর্নরের অবস্থানের প্রতি সমর্থন দান ৬১
২.৩.৫। আমিরকে ইজতিহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ৬২
২.৩.৬। অপসারণের পর গভর্নরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৬২
২.৩.৭। গভর্নরদের বৈষয়িক অধিকার ৬৩
২.৩.৮। আমলা ও গভর্নরদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসা ৬৭
২.৪। গভর্নরদের দায়িত্ব ৬৮
২.৪.১। দ্বীন প্রতিষ্ঠা ৬৮
২.৪.২। জনসাধারণের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ৭৩
২.৪.৩। আল্লাহর পথে জিহাদ ৭৩
২.৪.৪। জনগণের ভাতাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম ৭৬
২.৪.৫। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ৭৮
২.৪.৬। যিম্মিদের নিরাপত্তা ৭৯
২.৪.৭। বিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা ৭৯
২.৪.৮। প্রদেশের উন্নতিতে অবদান ৮০
২.৪.৯। প্রদেশের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি গুরুত্বারোপ ৮১
২.৪.১০। আরব-অনারবের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ ৮১
২.৫। দোভাষীর প্রয়োজনীয়তা এবং গভর্নরদের কর্মঘণ্টা ৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গভর্নরদের পর্যবেক্ষণ উমর রা.-এর পদ্ধতি
৩.১। গভর্নরদের পর্যবেক্ষণ ৮৪
৩.১.১। মদীনায় দিনের বেলায় প্রবেশ করতে নির্দেশ ৮৫
৩.১.২। গভর্নরদের প্রতিনিধি প্রেরণ করার নির্দেশ ৮৫
৩.১.৩। চিঠি-পত্র আদান-প্রদান ৮৬

৩.১.৪। পরিদর্শক (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ) ৮৭
৩.১.৫। হজের মৌসুম ৮৭
৩.১.৬। প্রতিনিয়ত আঞ্চলিক পরিদর্শন ৮৮
৩.১.৭। আর্কাইভ বা রাষ্ট্রীয় নথিপত্র ৯০
৩.২। জনগণের পক্ষ থেকে গভর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ ৯০
৩.২.১। সাদ রা.-এর বিরুদ্ধে কুফার লোকদের অভিযোগ ৯১
৩.২.২। মিসরের গভর্নর আমর রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ৯৫
৩.২.৩। বসরার গভর্নর মূসা রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ৯৮
৩.২.৪। সাইদ রা.-এর বিরুদ্ধে হিমসবাসীর অভিযোগ ১০০
৩.২.৫। হাসি-ঠাট্টা করায় একজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত ১০২
৩.৩। উমর রা.-এর শাসনামলে গভর্নরদের শাস্তি প্রদান ১০৩
৩.৩.১। শাস্তি প্রদানে ভুল হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ ১০৩
৩.৩.২। ভুলের কারণে গভর্নরকে বরখাস্ত করা ১০৪
৩.৩.৩। গভর্নরের বাড়ির কিছু অংশ ধ্বংস করা ১০৪
৩.৩.৪। বেত্রাঘাত করে সতর্ককরণ ১০৬
৩.৩.৫। গভর্নর থেকে ছাগলের রাখাল—পদাবনতি ১০৭
৩.৩.৬। গভর্নরের কিছু সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ১০৮
৩.৩.৭। মৌখিক ও লিখিত তিরস্কার ১০৯
৩.৪। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর অপসারণ ১১১
৩.৪.১। প্রথম অপসারণ ১১১
৩.৪.২। দ্বিতীয় অপসারণ ১১৮
৩.৪.৩। অপসারণের কারণসমূহের সারসংক্ষেপ এবং এর সুফল তাওহীদের সুরক্ষা ১২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

উমর রা.-এর খেলাফতকালে ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে দ্বিতীয় ধাপ

১.১। ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্বে আবু উবাইদ রহ.-এর নিয়োগ ১২৮
১.২। নামারিকের যুদ্ধ, সাকাতিয়ার যুদ্ধ, এবং বারুসমার যুদ্ধ ১৩১
১.২.১। নামারিকের যুদ্ধ (১৩ হি.) ১৩১
১.২.২। কাসকারে সাকাতিয়ার যুদ্ধ ১৩৩
১.২.৩। বারুসমার যুদ্ধ ১৩৫
১.৩। আবু উবাইদ-এর সেতু যুদ্ধ (১৩ হি.) ১৩৬
সেতুযুদ্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা ১৩৯
১.৩.১। সত্য স্বপ্ন ১৩৯

১.৩.২। দুটি ভুল, যা পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে ১৩৯
১.৩.৩। শক্তিশালী নেতৃত্বের বিকল্প নেই ১৪১
১.৩.৪। আল-মুসান্না সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করেন ১৪১
১.৩.৫। আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করেন ১৪২
১.৪। বুওয়াব-এর যুদ্ধ (১৩ হি.) ১৪২
১.৪.১। যুদ্ধ-পরবর্তী আলোচনা ১৪৬
১.৪.২। পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ায় দুঃখ ১৪৭
১.৪.৩। মুসান্নার সামরিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ১৪৮
১.৪.৪। মহিলা মুহাজিদদের ভূমিকা ১৫০
১.৪.৫। পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের ধাওয়া ১৫১
১.৪.৬। পারসিকদের প্রতিক্রিয়া ১৫১
১.৪.৭। মুসান্নার প্রতি উমর রা.-এর নির্দেশ ১৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কাদিসিয়ার যুদ্ধ ১৫৫

২.১। ইরাকের সেনাপতি হিসাবে সাদ রা.-কে নিয়োগ ১৫৭
২.১.১। সাদ রা.-এর প্রতি খলীফার উপদেশ ১৫৮
২.১.২। অন্যান্য উপদেশ ১৬০
২.১.৩। উমর রা.-এর খুতবা ১৬২
২.১.৪। ইরাকে সাদ রা.-এর উপস্থিতি এবং মুসান্নার ইন্তেকাল ১৬৩
২.১.৫। সাদ.-এর অভিযান এবং উমর রা.-এর উপদেশ ১৬৫
২.১.৬। তওবাকারী ধর্মত্যাগীদের সাহায্য নেওয়া ১৭০
২.১.৭। খলীফার পক্ষ থেকে সাদ রা.-এর প্রতি চিঠি ১৭১
২.১.৮। উমর রা.-এর দৃষ্টিতে বিজয়ের আধ্যাত্মিক মাধ্যম ১৭৩
২.১.৯। রণক্ষেত্র কাদেসিয়ার বিবরণ-সম্বলিত সাদ রা.-এর চিঠি এবং উমর রা.-এর প্রত্যুত্তর ১৭৪
২.২। পারস্যের সম্রাটের নিকট প্রতিনিধিদল ১৭৬
২.৩। রুস্তমকে ইসলামের দাওয়াত ১৮১
২.৪। যুদ্ধের প্রস্তুতি ১৮৪
২.৪.১। আরমাস দিবস ১৯২
২.৪.২। আগওয়াস দিবস ১৯৮
২.৪.৩। ইমাস দিবস ২০৭
২.৪.৪। কাদেসিয়া দিবস ২১৩
২.৫। শিক্ষা ও ফায়দা ২২০
২.৫.১। যুদ্ধের তারিখ এবং বিজয়ের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ২২০
২.৫.২। কাদেসিয়া যুদ্ধে বিজয়ের পর উমর রা.-এর ভাষণ ২২০
২.৫.৩। মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং ন্যায়বিচার ২২১
২.৫.৪। কাদেসিয়া যুদ্ধে যোদ্ধাদের খুমস প্রদান ২২৪
২.৫.৫। যুহরা ইবনে হাবিয়ার সম্মান পুনরুদ্ধার ২২৫

২.৫.৬। শহীদ মুজাহিদ এবং মুসলমানদের মধ্যে আযানের প্রতিযোগিতা ২২৬
২.৫.৭। যুদ্ধে ইসলামী সামরিক কৌশল ২২৬
২.৬। মাদাইন বিজয় ২৩০
২.৬.১। আল্লাহ তার নিকটতম বান্দাদের সাহায্য করেন ২৩২
২.৬.২। সাদ রা. কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত ২৩৩
২.৬.৩। নদীর পার হওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ ২৩৪
২.৬.৪। নদী পার হয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণ পরিচালনা ২৩৬
২.৬.৫। মুসলিম সেনাবাহিনীর নদী অতিক্রম ২৩৭
২.৬.৬। মুসলমানদের সততার দৃষ্টান্ত ২৪০
২.৭। জালুলার যুদ্ধ ২৪৪
২.৮। রামহরমুয বিজয় ২৪৮
২.৯। তাসতার বিজয় ২৪৯
২.১০। যুন্দাইসাবুর বিজয় ২৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ (চতুর্থ পর্যায়), ২১ হি. ২৫৭
৩.১। যুদ্ধে সেনাপতি মৃত্যুবরণ করলে তার স্থলাভিষিক্ত ২৬১
৩.১.১। যুদ্ধ শুরু করার আগেই অগ্রগামী দল প্রেরণ ২৬২
৩.১.২। শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার কৌশল ২৬২
৩.১.৩। আক্রমণের সময় নির্ধারণ ২৬৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পারস্যের অভ্যন্তরে অভিযান (পঞ্চম পর্যায়)
৪.১। দ্বিতীয়বারের মতো হামাযান শহর জয় (২২ হি.) ২৬৫
৪.২। আর-রয়্যি বিজয় (২২ হি.) ২৬৭
৪.৩। কুমীস ও যুরযান বিজয় (২২ হি.) ২৬৭
৪.৪। আজারবাইযান বিজয় (২২ হি.) ২৬৭
৪.৫। আল-বাব বিজয় (২২ হি.) ২৬৮
৪.৬। তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ২৬৯
৪.৭। খোরাসান অভিযান (২২ হি.) ২৭০
৪.৮। ইসতাখার বিজয় (২৩ হি.) ২৭৫
৪.৯। ফাসাউদারা বাযরুদ বিজয় (২৩ হি.) ২৭৫
৪.১০। কারমান এবং সাজিস্তান বিজয় (২৩ হি.) ২৭৬
৪.১১। মুকরান বিজয় (২৩ হি.) ২৭৬
৪.১২। কুর্দীদের বিরুদ্ধে অভিযান ২৭৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে শিক্ষাসমূহ
৫.১। মুজাহিদদের ওপর কুরআন ও হাদীসের প্রভাব ২৭৯
৫.২। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের বিভিন্ন ফলপ্রসূ দিক ২৮৪
৫.৩। ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ে আল্লাহর বিধানের বাস্তব ২৮৫
৫.৩.১। উপায়-উপকরণ ব্যবহারে নিয়ম-নীতি ২৮৫
৫.৩.২। একজনের মাধ্যমে অন্যকে দমন করার নীতি ২৮৬
৫.৩.৩। বিপদ-আপদের মাধ্যমে পরীক্ষার নীতি ২৮৬
৫.৩.৪। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ২৮৭
৫.৩.৫। বিত্তশালীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ২৮৮
৫.৩.৬। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ২৮৯
৫.৩.৭। ক্রমাগত উন্নতির নীতি ২৯০
৫.৩.৮। নিজেকে পরিবর্তন করার নীতি ২৯১
৫.৩.৯। গোনাহ ও মন্দকর্মের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ২৯১
৫.৪। আল-আহনাফ ইবনে কাইস—ইতিহাস পরিবর্তনকারী ২৯২

সপ্তম অধ্যায়

সিরিয়া, মিসর ও লিবিয়া বিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : সিরিয়া বিজয় ২৯৫
১.১। দামেস্ক বিজয় ২৯৬
১.২। ফিহলের যুদ্ধ ৩০৯
১.৩। বাইসান এবং তাবারিয়া বিজয় ৩১১
১.৪। হিমসের যুদ্ধ (১৫ হি.) ৩১২
১.৫। কিন্নাসরীনের যুদ্ধ ৩১৩
১.৬। কায়সারিয়ার যুদ্ধ (১৫ হি.) ৩১৪
১.৭। জেরুযালেম বিজয় (১৬ হি.) ৩১৫
১.৭.১। শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া ৩১৬
১.৭.২। আত্মসমর্পণ ৩১৮
১.৭.৩। জেরুযালেম অবরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ৩১৯
১.৭.৪। চুক্তির বক্তব্য ৩২২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মিসর ও লিবিয়া বিজয় ৩৪০
২.১। মিসরে ইসলামের বিজয় ৩৪২
২.১.১। ফারমা বিজয় ৩৪২

২.১.২। বালবিস বিজয় ৩৪৫
২.১.৩। উম্মে দানিনের যুদ্ধ ৩৪৭
২.১.৪। ব্যবলিয়ন দুর্গের যুদ্ধ ৩৪৮
২.২। আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ৩৪৯
২.৩। বারকাহ এবং ত্রিপলী বিজয় ৩৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মিসর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

৩.১। আল-মুকাওকিসের বিরুদ্ধে অভিযান ৩৫৭
৩.২। মিসর বিজয়ে কিছু রণকৌশল ৩৬৫
৩.২.১। মনস্তাত্ত্বিক লড়াই ৩৬৫
৩.২.২। এমবুশ এবং সারপ্রাইজ এট্যাক ৩৬৫
৩.২.৩। অবরোধের সময় এমবুশ ৩৬৬
৩.২.৪। অবরোধের সময় ধৈর্যধারণ ৩৬৬
৩.৩। খলীফার নিকট বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ ৩৬৭
৩.৪। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উমর রা.-এরসর্বাত্মক চেষ্টা ৩৬৯
৩.৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ৩৭১
৩.৬। মিসরে খলীফার জন্য একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ ৩৭২
৩.৭। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলা ৩৭২
৩.৮। আমর ইবনুল আস রা. এবং পাদরি বিন ইয়ামিন ৩৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিজয় অভিযানসমূহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

৪.১। ইসলামী বিজয়ের প্রকৃতি ৩৭৭
৪.২। সেনাপতি নির্ধারণে উমর রা.-এর কর্মপন্থা ৩৮০
৪.২.১। ইসলামী বিধি-বিধানে অভিজ্ঞ, ধার্মিক ও নেককার ৩৮০
৪.২.২। ধীরস্থিরতা ও সতর্কতা অবলম্বন ৩৮০
৪.২.৩। সাহসী ও বীর এবং দক্ষ তিরন্দাজ ৩৮০
৪.২.৪। জ্ঞানী ও বিনয়ী হওয়া ৩৮১
৪.২.৫। সেনাপতিকে বিচক্ষণ ও বাগ্মী হতে হবে ৩৮২
৪.২.৬। দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা
৪.৩। উমর রা.-এর প্রেরিত চিঠি ৩৮৩
৪.৩.১। আল্লাহর হক ৩৮৩
৪.৩.২। সেনাপতিদের অধিকার ৩৮৬
৪.৩.৩। সৈন্যদের অধিকার ৩৮৯
৪.৪। সীমান্ত রক্ষায় গুরুত্বারোপ ৪০০
৪.৫। উমর রা. এবং রাজা-বাদশাদের মধ্যে সম্পর্ক ৪০৭
৪.৬। উমর রা.-এর বিজয়ের প্রভাব ৪০৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উমর রা.-এর জীবনের শেষ দিনগুলো ৪১১

৫.১। ফেতনা ও এর ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা ৪১২
৫.১.১। শেষ হজে উমর রা.-এর দুআ (২৩ হি.) ৪১৩
৫.১.২। উমর রা.-এর শাহাদাত কামনা ৪১৪
৫.১.৩। আউফ ইবনে মালিক আল-আশাযির স্বপ্ন ৪১৪
৫.১.৪। আবু মূসা আশআরী রা.-এর স্বপ্ন ৪১৫
৫.১.৫। মদীনায় উমর রা.-এর শেষ খুতবা ৪১৬
৫.১.৬। ছুরিকাহত হওয়ার পূর্বে হুযাইফাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৪১৬
৫.১.৭। বন্দীদের মদীনায় বসবাসের নিষেধাজ্ঞা ৪১৭
৫.২। উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ড এবং শূরা কমিটি গঠন ৪১৮
৫.২.১। উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ড ৪১৮
৫.২.২। পরবর্তী খলীফা নির্বাচনে অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন ৪২৩
৫.৩। পরবর্তী খলীফার প্রতি উমর রা.-এর উপদেশ ৪২৯
৫.৩.১। ধর্মীয় দিক ৪৩১
৫.৩.২। রাজনৈতিক দিক ৪৩২
৫.৩.৩। সামরিক দিক ৪৩৩
৫.৩.৪। অর্থনৈতিক দিক ৪৩৩
৫.৩.৫। সামাজিক দিক ৪৩৪
৫.৪। শেষ মুহূর্তগুলো ৪৩৬
৫.৪.১। মৃত্যু-তারিখ ও বয়স ৪৩৭
৫.৪.২। গোসল ও জানাযার নামায ৪৩৮
৫.৪.৩। জানাযার ইমাম কে ছিলেন? ৪৩৯
৫.৪.৪। দাফন ৪৩৯
৫.৪.৫। আলী রা.-এর অভিব্যক্তি ৪৪০
৫.৪.৬। উমর রা.-এর ইনতেকালে প্রভাব ৪৪১
৫.৫। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ৪৪২
৫.৫.১। মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের গোপন বিদ্বেষ ৪৪২
৫.৫.২। আল্লাহর ভয়—উমর রা.-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ৪৪৪
৫.৫.৩। উমর রা.-এর বিনম্রতা ৪৪৫
৫.৫.৪। মৃত্যুসজ্জায় সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ৪৪৬
৫.৫.৫। ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে ব্যক্তির প্রশংসা ৪৪৮
৫..৫.৬। হত্যাকাণ্ডে কাব রা.-এর ভূমিকার আসল ঘটনা ৪৪৯
৫.৫.৭। সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রশংসাবাণী ৪৫৪
৫.৫.৮। সমসাময়িক পণ্ডিত ও লেখকদের মন্তব্য ৪৫৮
৫.৫.৯। উমর রা. সম্পর্কে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মন্তব্য ৪৬১

উপসংহার ৪৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

গভর্নরদের পরিচালনায় উমর রা.-এর কর্মপদ্ধতি

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ জন্য সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও এর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি পুরো রাষ্ট্রকে প্রশাসনিকভাবে কয়েকটি বড় প্রদেশে বিভক্ত করেন। নতুন নতুন বিজিত অঞ্চল রাষ্ট্রের অবকাঠামোতে যুক্ত হওয়াতে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি সাধন করেন। ফলে প্রাদেশিক গভর্নরদের অবকাঠামোও নতুন রূপ লাভ করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন প্রদেশকে বিভক্ত করার বিষয়টি ছিল মূলত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে বিভক্ত ও বণ্টিত প্রদেশসমূহের মধ্যে কয়েক অঞ্চলের সম্প্রসারণ। পাশাপাশি তিনি অধিকাংশ সময় সেসব প্রদেশের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে রদবদলও করেন। এ অধ্যায়ে আমরা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগের প্রদেশসমূহ ও তার গভর্নরদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করব।

১.১। মক্কা

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের অধীনে মক্কার প্রথম গভর্নর ছিলেন মুহরিয ইবনে হারিসা ইবনে রাবিয়া ইবনে আবদে শামস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারই খেলাফতকালে মক্কার পরবর্তী গভর্নর নিযুক্ত হন কুনফুজ ইবনে উমাইর ইবনে জুদআন তামিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি তার পূর্ববর্তী গভর্নরদের মতোই ছিলেন।

মুহরিয ইবনে হারিসা ও কুনফুজ ইবনে উমাইরের মক্কার গভর্নর থাকাকালীন অবস্থাদি সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এবং এ-ব্যাপারেও কোনো তথ্য পাওয়া যায় না যে এ পদে তারা কতদিন বহাল ছিলেন। অতঃপর নাফে ইবনে হারিস আলখুজায়ী রাযিয়াল্লাহু আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে তার গভর্নর থাকাকালে সংঘটিত দু-একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন : তারই সময়কালে জেলখানা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িটি ক্রয় করে নিয়েছিলেন।[১]

তার সময়কার আরেকটি ঘটনা। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন উসফান নামক স্থানে নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মক্কায় কাকে তোমার নায়েব নিযুক্ত করে এসেছ?' নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইবনে আবযাকে।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এই ইবনে আবযা?' নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমাদেরই একজন ক্রীতদাসের নাম ইবনে আবযা।' উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'মক্কাবাসীদের জন্য একজন ক্রীতদাসকে হাকিম নিযুক্ত করেছ?' নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, 'ইবনে আবযা একজন হাফিযুল কুরআন এবং আমিল। তা ছাড়া তিনি ফারায়েয বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ।' তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

> শোনো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন,
>
> إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ
>
> নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব-এর মাধ্যমে বহু সম্প্রদায়কে মর্যাদাশালী বানিয়েছেন। আবার বহু সম্প্রদায়কে করেছেন অপদস্থ।[২]

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মক্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো হারাম শরিফ সম্প্রসারণ করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি কাবার চারপাশের বাড়িগুলো ক্রয় করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। তারপর সেগুলো হারাম শরিফে অন্তর্ভুক্ত করে চারদিক থেকে সামান্য উঁচু দেয়াল নির্মাণ করে দেন। হজের মৌসুমে মক্কা মুকাররমায় বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশ থেকে আগত গভর্নর ও আমিরগণ উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এক জায়গায় সমবেত হতেন। এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসাবে মক্কা মুকাররামা বিশাল ভূমিকা রাখে।

[১] *সহীহ বুখারী* (৩/২৫); *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৩২; *আলমাওসুআতুল হাদিসিয়্যাহ*। এ হাদিসের সনদ সহীস। আর *সহীহ বুখারী*র রেওয়ায়েতে ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত আছে।
[২] *আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান*, আবদুল আযিয আল-উমারী, (১/৬৭)।

১.২। মদীনা

ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা মনোনীত হতেন, তিনি মদীনার গভর্নরের দায়িত্বও পালন করতেন। কেননা, খলিফা মদীনাতেই অবস্থান করতেন। তিনিই এখানকার সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেখভাল করতেন। প্রয়োজনমাফিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। খলিফা থাকাকালে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মদীনায় উপস্থিত না থাকতেন, উপযুক্ত কাউকে তার নায়েব নিযুক্ত করে যেতেন। নবনিযুক্ত নায়েবেই মদীনার বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখাশোনা করতেন। হজ কিংবা অন্যান্য সফরে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত হাকিম নিযুক্ত করতেন।[৩] এমনিভাবে কখনো তিনি তার অনুপস্থিতিতে আলি ইবনে আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করে যেতেন।[৪]

এভাবে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় তার অনুপস্থিতিতে অন্যদের নায়েব নিযুক্ত করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আদর্শের অনুকরণ করেছেন। সেকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কারণে অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে মদীনার এক বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান ছিল। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মদীনা ছিল খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাসস্থান। বিভিন্ন ইসলামী অঞ্চলের বিধিবিধান এখান থেকে জারি করা হতো এবং এখান থেকেই ইসলামের মুজাহিদদের কাফেলা রওনা হতো। অধিকন্তু মদীনা ছিল বহু প্রবীণ ও বিখ্যাত সাহাবীর বাসস্থান, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যাদের অন্যত্র নিবাস গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন।[৫] আর এই কারণেই বড় বড় সাহাবীদের থেকে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে তালিবানে ইলমে নবুওয়াতের কাফেলা মদীনায় আসতে একপ্রকার বাধ্য হতো।[৬]

[৩] *আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান*, ১/৬৮।
[৪] *তারিখ আল-ইয়াকুবি*, ২/১৪৭।
[৫] প্রাগুক্ত, ২/১৫৭।
[৬] *আল-বিলায়াতু আলাল বুলদান*, ১/৬৮।